গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০ (খসড়া) প্রসঙ্গে আইন কমিশনের মতামত ও সুপারিশ

সূত্র: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর বিগত ২৯/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখের ১৮.২০.০০০০.০১৮.০২২.০০২.১৭-৩৬৮ নং স্মারক।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সূত্রস্থ স্মারকমূলে প্রেরিত *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০* এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিশীলন, পরিমার্জনা ও সমৃদ্ধকরণের জন্য আইন কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্তপত্রে এই খসড়া আইন প্রস্তুতের পটভূমি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

> '.... ২০১৩ সালে তড়িঘড়ি করে আইনটি তৈরি করার কারণে আইনের ১২ ধারায় কমিশনকে কেবলমাত্র সরকারের নিকট পরামর্শ ও সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, অনুরূপ প্রায়োগিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ফলে রীট মামলা নং ১৩৯৮৯/২০১৬ এর রায়ে ৩নং আদেশে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ দেশের সকল নদ-নদী দূষণ ও দখল মুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের নিমিত্ত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis) ঘোষণা করাসহ ৭ ও ৯ নং আদেশে কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরনের নিমিত্ত সরকারকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশসহ নদী দখল ও দূষণকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে এর কঠিন সাজা ও বড় আকারে জরিমানা নির্ধারণ করতঃ কমিশন আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ...

৩। মাহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ের ৩, ৭ ও ৯ নং আদেশ সমূহ সদয় জ্ঞাতার্থে হুবহু উর্দ্ধৃত করা হলোঃ

> আদেশ নং-৩। "নদী রক্ষা কমিশন-কে তুরাগ নদীসহ দেশের সকল নদ-নদী দূষণ ও দখলমুক্ত করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, এবং উন্নয়নের নিমিত্ত আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis) ঘোষণা করা হ'ল। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়, অদ্য হতে বাংলাদেশের সকল নদ-নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করে স্বাভাবিক নৌ চলাচলের উপযোগী করে সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, শ্রীবৃদ্ধিসহ যাবতীয় উন্নয়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে। নদ-নদী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে নদী কমিশনকে সঠিক এবং যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবে।"
>
> আদেশ নং ৭। "নদী দখলকে এবং নদী দূষণকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে এর কঠিন সাজা এবং বড় আকারে জরিমানা নির্ধারণ করতঃ এবং এই সংক্রান্তে মামলা দায়ের, তদন্ত এবং বিচারের পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ এবং এতদ্‌বিষয় কি পদক্ষেপ ১ নং প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেছে তদ্‌বিষয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য ১ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।"

আদেশ নং ৯। "জাতীয় নদী রক্ষ কমিশনকে একটি কার্যকরী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার নিমিত্ত ১নং প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।"

উপরোক্ত পটভূমির আলোকে বর্তমান *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০* এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ *নিশাথ জুট মিলস্ লিমিটেড বনাম হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর-৩০৩৯/২০১৯)* মামলায় আপিল বিভাগ কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে প্রদত্ত ৪, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ নং নির্দেশনা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ প্রদানপূর্বক রায়টি পরিমার্জনা করেছেন। ৪ নম্বর নির্দেশনা সম্পর্কে আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

> " Now about direction No. 4 of the High Court Division "আগাম প্রতিরোধের নীতি (The Precautionary Principle) এবং দূষনকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের নীতি (Polluter's Pay Principle) আমাদের দেশের আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হল". We are of the view that there is no scope for declaring by the Court to treat the precautionary principle, polluter's Pay Principle as part of the law of this land as directed by the High Court Division in its direction No. 4. It is absolute within the domain of the Parliament.
>
> According to our Constitution, the State comprises 3(three) organs-the Legislature, the Judiciary and the Executive. All the organs have separate, well-demarcated functions.
>
> It is absolutely within the domain of the Parliament to enact/amend a law following the constitutional provisions. However, under article 26 of the Constitution, the State shall not make any law inconsistent with any provision of Part III of the constitution, and any law so made shall, to the extent of such inconsistency, be void.
>
> The High Court Division may on an application under article 102 read with article 44 of the Constitution struck down any provision of law made by the Parliament which is violative of fundamental rights of the citizens as provided in part III of the Constitution. Similarly, if the executive/administrative authority of the government or any statutory body takes any action beyond the law or arbitrarily or malafide, the court may also declare such action illegal and pass necessary directions. The High Court Division may also pass necessary directions to the concerned authorities to protect the biodiversity, ecological balance and environment of Bangladesh. *But the High Court Division cannot direct the Parliament to enact or amend a law or declare any principle to be a part of our law.*

……………………………………………………………..

Similarly, we are of the view that the Court may express its opinion only for necessary amendment of a law, for placing the matter to the Parliament of a law, for placing the matter to the Parliament as well following necessary procedures by the authority concerned. But it is entirely upon the Parliament to decide as to whether it would amend a law including "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩" for নদী দখলকে এবং নদী দূষণকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে এর কঠিন সাজা এবং বড় আকারের জরিমানা নির্ধারণ করতঃ" Therefore, direction no. 7 is modified accordingly.

Mr. Manzill Murshid failed to show us any law for directing Bangladesh Bank to issue circular, "সেহেতু উক্ত ভূমি দখলের এবং দূষণের অভিযোগ কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে থাকলে উক্ত ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার ব্যাংক ঋণের অযোগ্য মর্মে". Without backing of any such law, the Court cannot direct for declaring any person ineligible for obtaining bank loan, if there is any allegation of river grabbing or pollution. However, an opinion or suggestion may be given by the court in case of proved encroachment of river to take such measure for public interest. Therefore, direction No. 14 is decided accordingly.

Similarly, direction No. 15 upon the Election Commission, -"সেহেতু উক্ত সম্পত্তি দখলকার এবং দূষনকারী হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অবহিত করণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হল" cannot be said to be lawful inasmuch as it is the Election Commission to decide the matter in accordance with law. However, the court may give such suggestion/opinion is such matter for public interest.

Direction No. 17 is passed by the High Court Division directing- "নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মিত দেশ বিদেশের ডকুমেন্টারী ফিল্ম বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি শুক্রবার ১ ঘন্টার ১টি পর্ব সম্প্রচার করার জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিভিশন-কে নির্দেশ প্রদান করা গেল। এছাড়াও নদী, প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর নির্মত সপ্তাহে অন্তত ১ দিন ১ ঘন্টার একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রচারের জন্য সকল বেসরকারী টিভি চ্যানেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো". Therefore, the purpose of awareness would be sufficiently served by direction No. 17. Thus, other directions (10, 11, 12, 13 and 16) relating to public awareness are redundant.

Before parting with the judgment, we would like to politely point out that the High Court Division, while passing an unnecessary lengthy judgment, has discussed many extraneous matters having no nexus in deciding the merit of the rule. It has also declared a document executed by the Government to be void *ab intio* without even examining whether by this document the Government has sold any part within the boundary/territory of the river. Moreover, it has also exceeded its jurisdiction relating to some directions as discussed.

(নিম্নরেখা দৃষ্টি আর্কষনের নিমিত্ত প্রদান করা হয়েছে)

উপরোল্লিখিত রায় ২টির আলোকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০২০* প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। রায় পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্ট বিভাগ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যে সব নির্দেশনা সরকারের প্রতি জারী করেছে সেগুলো আপীল বিভাগ পরিমার্জনা করেছে। কোন প্রকার আইন প্রণয়নের জন্য আদালত সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে না সিদ্ধান্ত প্রদান করে আপীল বিভাগ উল্লেখ করেছে আদালত কেবল আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে মতামত বা পরামর্শ দিতে পারে। আপীল বিভাগের এই সুস্পষ্ট পরিমার্জনাকৃত (Modified) রায়ের পরে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক আইন প্রণয়ন সংক্রান্তে সরকারের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশনা বজায় থাকলো না, বরং তা পরিণত হলো মতামতে বা পরামর্শ হিসেবে। সুতরাং, হাইকোর্ট বিভাগের এই নির্দেশনাসমূহ মতামত বা পরামর্শ বিবেচনায় জাতীয় নদী কমিশন কর্তৃক খসড়াকৃত আইনটি পর্যালোচনা করতে হবে।

পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সৃষ্টির পটভূমি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৯ সালে *হিউম্যান রাইটস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ সরকার (রিট পিটিশন নম্বর-৩৫০৩/২০০৯)* মামলায় সরকারের প্রতি হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নোক্ত আহবান জানান:

> “এমতাবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত ৩টি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইব:
>
> ক) বাংলাদেশের সকল নদী দখল ও দূষণমুক্তকরণ, নদীগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি সাধন ও নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সহযোগে একটি ‘জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন’ গঠন;
>
> খ) উক্ত নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশের সকল নদীর উন্নতি সাধনের জন্য একটি স্বল্পকালীন (Short term) এবং দীর্ঘকালীন (Long term) পরিকল্পনা গ্রহণ;
>
> গ) বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীগুলির নব্যতা আগামী ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ।
>
> *(Justice A.B.M. Kairul Haque)*

হাইকোর্ট বিভাগের উপরোক্ত আহ্বান এর ‘ক’ এবং ‘খ’ দফার মর্ম অনুসারে একটি সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান (Advisory Agency) হিসাবে একটি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যে সুপারিশ অনুসারে সরকার অন্য কোন সংস্থা নয়। বাংলাদেশের সকল নদীর উন্নতি সাধনের পদক্ষেপ নেবে। সে মতে ২০১৩ *সালে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩* জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত আইনের ৩(২) ধারায় কমিশনকে একটি সংবিবদ্ধ সংস্থার পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এই আইনের ১২ ধারায় কমিশনের কার্যাবলি সর্বমোট ১৩ (তের) টি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করা আছে। এই ১৩ (তের) টি বিষয়ে প্রকৃত কার্যক্রম পরিচালনায় বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সক্রিয় আছে। Rules of Business 1996 (Revised up to April 2017) এর তফসিল ১ হিসেবে প্রনীত Allocation of Business among the different Ministries and Division (Revised up to April 2017) এ নদী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে নিম্নোক্ত তিনটি মন্ত্রণালয় নিয়োজিত আছে:

১. ভূমি মন্ত্রণালয় - নদী ও নদী সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত আছে
২. নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় - নৌপরিবহন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত আছে
৩. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী এই মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত আছে।

একই সাথে নদী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নোক্ত ১৬ (ষোল)টি সংস্থা ও ২(দুই)টি ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান কর্মরত আছেঃ

সংস্থাসমূহঃ

১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
২. নদী গবেষণা ইনস্টিটিউ
৩. যৌথ নদী কমিশন
৪. বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫. পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।
৬. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ
৭. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
৮. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৯. মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১০. পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
১১. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
১২. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
১৩. নৌ পরিবহন অধিদপ্তর
১৪. মেরিন একাডেমি
১৫. জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন
১৬. ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠানঃ

১. ইনস্টিটিউ অব ওয়াটার মডেলিং
২. সিজিআইএস

এই মোট ১৮ (আঠারো)টি প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত ৩(তিন)টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নদী ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত আছে। অতি সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদ ‘ পানি সম্পদ অধিদপ্তর’ নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের প্রেরিত খসড়া আইনটির তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে।

এই খসড়া আইনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান (Advisory Agency) থেকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing Agency) হিসাবে রুপান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান নদী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ৩ টি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ১৮টি প্রতিষ্ঠান সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing Agency) হিসাবে রুপান্তর করা হলে উপর্যুক্ত ২১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মের বিশৃঙখলা এবং মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টির আশংকা আছে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে (রিট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬) কমিশনকে আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis) ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে "আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis)" এর ধারণাটি 'নাবালক (minor)' এর সাথে সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, নদী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের তিনটি মন্ত্রণালয় ও ১৮টি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় আছে। এই অবস্থায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আইনগত অভিভাবক (person in loco parentis) হিসেবে স্থান দেয়া হলেও বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing Agency) হিসেবে কার্যকর হলে সংবিধানের আওতায় স্থাপিত তিনটি মন্ত্রণালয় ও অন্য ১৮টি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজানোতিরিক্ত (redundant) হয়ে পড়বে এবং সরকারের নদী ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যক্রমে মারাত্মক জটিলতার আশংকা দেখা দেবে। বিশেষত হাইকোর্ট বিভাগের যে রায়ে নদী রক্ষা কমিশন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল তার মূল বক্তব্যের (spirit এর) সাথে সাংঘর্ষিক হবে। উল্লেখ্য যে ঐ রায়ে কমিশনকে সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা মূলত নদী সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের চোখ ও কান (eyes and ears) হিসাবে ভাবা (envisage) হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত রায়ে কোন ভাবেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর একটি ঊর্দ্ধতন সংস্থা (Super Body) প্রতিষ্ঠার বা সরকারের ভেতর সরকার (Government within Government) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার নূন্যতম ঈঙ্গিতও পাওয়া যায় না। সুতরাং, খসড়া আইনে এই সংক্রান্ত নতুন যত বিধান যুক্ত করা হয়েছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় বিধায় বাদ দেয়াই যুক্তিযুক্ত ও সমীচিন হবে।

প্রস্তাবিত খসড়া আইন এর 'প্রারম্ভিক বা প্রস্তাবনা (Preamble)'য় ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে '*মহামান্য হাইকোর্টের রীটপিটিশন নং ৩৫০৩/২০০৯ এবং নং ১৩৯৮৯/২০১৬ এর রায়ে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আদেশ, নির্দেশ ও নির্দেশনার আলোকে এবং বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮ক, ২১, ৩১ ও ৩২ অনুসরণে আইনের অধিকতর সংশোধন*' উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আপীল বিভাগ এই বিষয়গুলো পরিমার্জনা করেছে বিধায় খসড়ার প্রস্তাবনায় (Preamble) এইগুলো সংযোজনের কোনো সুযোগ নেই। **তাই প্রস্তাবনা (Preamble) পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই নেই।**

প্রথম অধ্যায় এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত ২ ধারায় একষট্টি(৬১)টি সংজ্ঞা যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান আইনে পাঁচ (০৫)টি আছে। বাকী ছাপান্নটি এসেছে খসড়ার ২(৪০) থেকে ২(৬১) উপধারায় বর্ণিত একুশ (২১)টি প্রচলিত আইন থেকে। এই আইনগুলো খসড়ায় যুক্ত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান (Advisory Agency) থেকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing Agency) হিসাবে রুপান্তরের লক্ষ্যে খসড়ায় যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যেকৃত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরণের রুপান্তর সুফল বয়ে আনার চাইতে জটিলতা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। সুতরাং এই নতুন সংযোজিত সংজ্ঞাগুলো বাদ দেয়াই সমীচীন হবে।

খসড়া আইনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোর শিরোনাম নিম্নোরুপ :

১. দ্বিতীয় অধ্যায় : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্রমে স্বাধীনতা
২. তৃতীয় অধ্যায় : কমিশনের কার্যাবলি
৩. চতুর্থ অধ্যায়ঃ নদীর বিশেষ মর্যাদা ও পাবলিক ট্রাস্ট প্রপার্টি ঘোষণা এবং নদী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাধ্যবাধকতা
৪. সপ্তম অধ্যায়ঃ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারি ইত্যাদি
৫. অষ্টম অধ্যায়:ক্ষমতা প্রয়োগ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের
৬. নবম অধ্যায়:নদ-নদীর অবৈধ দখল উদ্ধার, উচ্ছেদ এবং দূষণ প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগ
৭. দশম অধ্যায় : নদ-নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্য বিনষ্টকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

৮. একাদশ অধ্যায়:অপরাধ ও বিচার
৯. দ্বাদশ অধ্যায় : কোর্ট গঠন ও বিচার পদ্ধতি
১০. ত্রয়োদশ অধ্যায় ভ্রাম্যমান আদালত গঠন, নিয়োগ ও পরিচালনা
১১. চতুর্দশ অধ্যায়: বিবিধ

খসড়া আইনে 'পঞ্চম' ও 'ষষ্ঠ' অধ্যায় দুইটি সংযোজিত হয়নি। এছাড়াও খসড়া আইনটিতে তিন (০৩)টি পৃথক তফসিল আছে। বর্তমান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন) এর মোট ২১টি ধারা রয়েছে। প্রাস্তাবিত খসড়ায় ধারার সংখ্যা ১০৮টি। এই ৮৭ টি নতুন ধারা যুক্ত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সুপারিশকারী প্রতিষ্ঠান (Advisory Agency) থেকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Implementing Agency) হিসাবে রুপান্তরের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে - যা আদৌ বাস্তবসম্মত নয়। নদীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নতুন কোনো আদালত প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। *বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন*, ১৯৯৫ এর ৬(ঙ) ধারা এবং ১৫(১)৮ ধারায় জলাধার তথা নদী দূষণের শাস্তির বিধান আছে যা পরিবেশ আদালতে বিচার্য্য।

সুতরাং উপরোক্ত অধ্যায় সমূহ সংযোজিত করে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩' এর প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরো কার্যকরী (effective) করার জন্য প্রয়োজন হলো:

ক) কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা;

খ) পর্যাপ্ত লোকবল যাতে বাংলাদেশের নদীসমূহের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়;

গ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থার উপর অর্পিত দাযিত্ব ও কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করছে কিনা, সে দিকে দৃষ্টি রাখা (যে কাজটি বর্তমানে, বিচ্ছিন্নভাবে গণমাধ্যম ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো করে থাকে) এবং প্রয়োজনমত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা।

ঘ) কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের মেয়াদ সীমাবদ্ধতা পরিহার অর্থাৎ নিয়োগের মেয়াদকে দুই বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা। এই ধরণের 'মেয়াদ সীমাবদ্ধতা' কাজের ধারাবাহিকতা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

<u>আইন কমিশনের সুপারিশ:</u>

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর বর্তমান অবস্থাকে আরো কার্যকরী করার লক্ষ্যে এর এক (১) জন সার্বক্ষণিক সদস্য বাড়ানো যেতে পারে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে দাখিলের সুযোগসৃষ্টি করা সমীচীন। সেই সাথে কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতার বিধান সংযোজন করা আবশ্যক।

১. আইনের ৫(৩) ধারার মধ্যে সংযুক্ত শর্তের প্রয়োজন নাই বিধায় বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হবে;
২. উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩' এর ৫(৪) ধারায় সংশোধন করে একজন সার্বক্ষণিক সদস্যের স্থলে 'দুই জন' করা যেতে পারে।
৩. ১২ ধারার পরে নিম্নোরুপ ১২ক ধারা সন্নিবেশ করা যেতে পারে:

"**১২ক। কমিশনের সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ:** (১) কমিশনের সকল সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(২) মন্ত্রিপরিষদ সুপারিশসমূহ বিবেচনান্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করিবে।"

৪. কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ১৫ ধারার পরে '১৫ক। ধারা' সন্নিবেশ করা যেতে পারে :

"**১৫ক। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা:** (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুন্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না। "

স্বাক্ষরিত/ – ০৪.১১.২০২০
(বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/ – ০৪.১১.২০২০
(বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন